পঞ্চগড় পৌরসভা কার্যালয়

পঞ্চগড়।

এক নজরে পঞ্চগড় পৌরসভার ভৌগলিক অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য

২৬-২০ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮.৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত পঞ্চগড় জেলার ভৌগলিক অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭ সালে স্যার সিরিল রবার্ডক্লিফ কর্তৃক নির্দেশিত এই জেলার সীমান্ত রেখা অত্যন্ত আঁকাবাঁকা ও ভংগুর। পঞ্চগড় জেলার তিন দিকেই ভারতীয় সীমান্ত। পঞ্চগড় জেলার সাথে ভারতীয় সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ২৮৬.৮৭ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে ভারতের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, উত্তর পূর্ব ও পূর্বে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং বাংলাদেশের নীলফামারী জেলা, পশ্চিমে ভারতে পূর্নিয়া ও উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা অবস্থিত।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ Paurashava Ordinance ১৯৭৭ (XXVI of 1977) এর Section 4(a)-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শহর এলাকা বলে ঘোষিত পঞ্চগড় জেলার সদর ৩নং ইউনিয়ন পরিষদের আংশিক ও ধাক্কামারা ইউনিয়ন পরিষদের আংশিক এলাকাকে নিয়ে পঞ্চগড় পৌরসভা ঘোষনা করেন। অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গত ১৫ জুন,১৯৮৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পঞ্চগড় সদর ইউনিয়ন পরিষদের আংশিক ও ধাক্কামারা ইউনিয়ন পরিষদদ্বয়ের ২১.৫০ বর্গ কি.মি. জায়গা নিয়ে পঞ্চগড় পৌরসভার কার্যক্রম শুরু হয়। পঞ্চগড় পৌরসভা ''গ'' শ্রেণীভূক্ত পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমান্বয়ে আয় বৃদ্ধির ফলে ১৯৯৪ সালে ''গ'' শ্রেণী হতে ''খ'' শ্রেণীতে উন্নীত হয়। ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক উন্নয়নে ফলে ১৯৯২ এর ৩(১)(গ)বিধি মোতাবেক সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পঞ্চগড় পৌরসভাকে "খ" শ্রেণী হতে "ক" শ্রেণীতে উন্নীত করেন।

পঞ্চগড় পৌরসভা এলাকায় উল্লেখযোগ্য স্থাপনা সমূহের মধ্যে রয়েছে; পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিঃ, মার্শাল ডিষ্ট্রিলারীজ, বিসিক শিল্প নগরী, পাম্পিং স্টেশন, বিভিন্ন সরকারি/বে-সরকারী অফিস, বিভিন্ন সরকারী/বে-সরকারী ব্যাংক, বীমা ও এনজিও প্রতিষ্ঠান, নার্সিং ইন্সটিটিউট, ডায়াবেটিকস সেন্টার, শিশু-কিশোর পূর্নবাসন, নির্মাণাধীন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শত বর্ষের পুরাতন সরকারী ও বে-সরকারী স্কুল ও কলেজ ইত্যাদি। পঞ্চগড় পৌরসভা ধান, পাট, আখ, ভুট্টা, তিল, বাদাম, সরিষা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাছাড়া অর্গানিক চা, মিষ্টি, ঘি, মধু দেশব্যাপী সমাদৃত ও সুনাম রয়েছে। করতোয়া নদী পঞ্চগড় পৌরসভার কোলঘেঁষে অতিবাহিত হওয়ায় এখানে প্রচুর দেশি মাছ পাওয়া যায়।

পঞ্চগড় পৌরসভার সীমানার পার্শ্বস্থ উত্তরে পঞ্চগড় জেলা কারাগার, পুলিশ লাইনস ও ব্যারিষ্টার মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার কলেজিয়েড ইনষ্টিটিউট, পূর্বে হাড়িভাসা রোড তালমা ব্রীজ ও পূর্ব-দক্ষিণে টুনিরহাট রোড তালমা ব্রীজ, দক্ষিণে খোলাপাড়া, ১৮ রাইফেলস ব্যাটালিয়ন বর্তমান বিজিবি, সদর দপ্তর পঞ্চগড়, দক্ষিণ-পূর্বে আহম্মদ নগরের শেষ সীমানা, পশ্চিমে- গড়ের ডাঙ্গা ব্রীজ, পশ্চিম-দক্ষিণে- রেলওয়ে ষ্টেশন ও জেমকন লিঃ। পৌরসভার সীমানা বর্ধনের জন্য ইতোমধ্যে উলি-খিত এলাকার মৌজা, দাগ, খতিয়ান এবং অবস্থান উল্লেখ পূর্বক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে; যা সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে পাথর ও বালি অন্যতম। পঞ্চগড় জেলায় প্রাপ্ত পাথর ও বালির মান উন্নত ও বিখ্যাত। এ জেলায় প্রাপ্ত পাথর ও বালি দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, এ জেলায় অনেক চা বাগানসহ আম, লিচু এবং কাঁঠালের বাগান রয়েছে। সরাসরি এবং সুলভ মূল্যে পাথর ও বালি পাওয়ার কারণে জেমকন লিঃ ও খাম্বা লিঃ স্থাপন করে। যা বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরী করে সমগ্র বাংলাদেশে সরবরাহ করে। এখানকার কাঁঠাল অতি সুস্বাদু হওয়ার কারণে তার চাহিদা অনেক বেশি এবং তা দেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী হয়।

(ক) সংস্কৃতি ও ক্রীড়া- পৌর এলাকায় সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চগড় পৌরসভা বাঙ্গালির সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য লালন করার নিমিত্তে বর্ষবরণ উৎসব ও মেলা আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানসহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

(খ) শিক্ষা- পৌরসভা এলাকার শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে গরীর মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিরক্ষর মানুষের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, পৌর এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা ও মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষা উপকরণাদি সরবরাহ করা থাকে।

(গ) স্বাস্থ্য সেবা- পৌরবাসীর উন্নততর নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবার কথা চিন্তা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, মশক নিধন, অ-স্বাস্থ্যকর পায়খানা অপসারণ করতঃ তথায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন, পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ সুস্থ নাগরিক জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়।

(ঘ) পরিবেশ- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষ রোপন অভিযান পরিচালনাসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, পরিকল্পিতভাবে বায়ূ দূষণ প্রশমন, শিল্প ও যানবাহনজনিত পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধ, শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত ময়লা আবর্জনা অপসারন, বে-ওয়ারিশ লাশ দাফন, কুকুর নিধনসহ যে কোন প্রাণির মৃতদেহ অপসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়।

(ঙ) দারিদ্র হ্রাসকরণ- বেকার ও কর্মহীন যুবক/যুবতীদের আত্ন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষন দান করতঃ হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও গবাদী পশু পালনের জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ

বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন, রিক্সা ও ভ্যানগাড়ী সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও, বস্তিবাসীদের পূনর্বাসনে আবাসন ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পূনর্বাসনের জন্য ফুটপাত নির্মাণ, মার্কেট নির্মাণ, নতুন নতুন বাজারের সৃষ্টি, বিসিক নগরে প্রয়োজনীয় শিল্পপার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(চ) নারীর ক্ষমতায়ণ- পঞ্চগড় পৌরসভা এলাকায় নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী আইনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণসহ নারীর অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্বে ইতোমধ্যেই অত্র পৌরসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিতে নারীদের সদস্যা হিসাবে অন্ড়র্ভুক্ত করে নারী পুর"ষ সম্পর্ক উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্ড়বায়ন করা হয়।

(ছ) আইন শৃঙ্খলা- আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধনের জন্য আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠণ এবং পৌর এলাকার বিভিন্ন সংগঠণের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের নেতৃত্বে ওয়ার্ড পর্যায়ে নেশা ও মাদক নিয়ন্ত্রণসহ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই রোধকল্পে পাহারাদারের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করণসহ কোন কোন ক্ষেত্রে শালিসী বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করে থাকে।

ভাষা আন্দোলনসহ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পঞ্চগড় পৌরসভা এলাকায় নির্মিত হয়েছে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক, ৭১ এর বদ্ধভূমি ও পঞ্চগড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।